দামুড়হুদায় ধান শুকাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

দামুড়হুদায় ঘরের ছাঁদে ধান শুকাতে গিয়ে নাসিমা খাতুন(৪৫) নামে এক মধ্যবয়সী নারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত নাসিমা খাতুন উপজেলার নতুন বাস্তপুর গ্রামের স্কুল পাড়ার গোলাম মস্তফা ওরফে ফয়মদ্দীনের স্ত্রী।

আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১১ টার দিকে নিজ ঘরের ছাঁদ থেকে পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।প্রতিবেশীরা জানায়, সকালে ধান সিদ্ধ করে নীজের বাড়ীর ছাঁদে শুকাতে দেয়। পরে বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে নাসিমা ছাঁদে উঠে ধান উল্টাছিল এ সময় সে অসাবধানতা বসত ছাঁদ থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্নক আহত হয়।

পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়। হাসপতালের বহিৃবিভাগের চিকিৎসক ডাঃ শাপলা খাতুন পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষনা করেন। ডাঃ শাপলা খাতুন বলেন, হাসপাতালে পৌছানের আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।
দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,ছাঁদে ধান শুকাতে গিয়ে ছাঁদ থেকে পড়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তবে এখনো কেউ কোন অভিযোগ করেনি।

চুয়াডাঙ্গায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গৃহবধূর প্রাণহানি

চুয়াডাঙ্গায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত গৃহবধূ মুক্তা খাতুন(৩২) চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার শেকড়াতলার মাঝের পাড়ার মাসুদ রানা রিন্টুর স্ত্রী। তার দুটি কন্যা সন্তান আছে। এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে গত প্রায় এক মাসের কাছাকাছি সময় ধরে ডেঙ্গু পরিক্ষার কোন ডিভাইস নাই।

নিহত গৃহবধূ মুক্তা খাতুনের ভাই মনিরুল জানান, ১২ দিন আগে বোনটার জ্বর হলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষা করি। সেখানে ডেঙ্গু ধরা পড়ে। এরপর হাসপাতালে ভর্তি ছিল। চারদিন আগে জ্বর ভয়াবহ হলে কুষ্টিয়া মেডিকেলে নিই। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক ৪ ডিসেম্বর রাত্রে ঢাকা মেডিকেলে রেফার করেন। ঢাকা মেডিকেলে দু’দিন ভর্তি ছিল। এরপর আজ শুক্রবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আরএমও ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, রোগীর ডেঙ্গু পজিটিভ হওয়ার পর আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আমরা মুক্তা খাতুন কে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেলে পাঠায়। তবে ডেঙ্গু জ্বরে তার লিভার ড্যামেজ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য তিনি মারা গেছেন।

পৌরসভা এবং মহল্লাবাসীর অভিযোগ, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় দীর্ঘদিন ধরে মশক নিধন অভিযান নেই। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগের কোন সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারনাও নেই। সদর হাসপাতালে ঠিকমতো চিকিৎসা পাওয়া যায় না।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ল্যাব ইনচার্জ আমজাদুল ইসলাম জানান, জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কেউ হাসপাতালে আসলে তাকে প্রাথমিকভাবে এনএস ওয়ান পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত কিনা তা ধরা পড়ে। এরপর জ্বর ১ থেকে ৩ দিন সর্বোচ্চ ৫ দিন পর্যন্ত হলে আইজিজি এবং আইজিএম পরীক্ষা না করলে ডেঙ্গু পজিটিভ কিনা ধরা পড়ে না। গত ১৫ দিন হলো সদর হাসপাতালে আইজিজি, আইজিএম ডিভাইস শেষ হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ৩ বার চাহিদা দিয়েও পাওয়া যায়নি।

তিনি আরো জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে গত ১ মাসে ২৫৬ জন রোগী পরীক্ষা করানো হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ জন ডেঙ্গু পজিটিভ হয়েছে।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাসের সরকারী নম্বরটি বন্ধ পাওয়ার কারণে যোগাযোগ করা যায়নি।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. সাজ্জাৎ হাসান বলেন, হাসপাতালের কোন বিষয় আমি জানি না। হাসপাতালের ওষুধ, পরীক্ষার ডিভাইস, রোগীর চিকিৎসা এটি তত্ত্বাবধায়কের দ্বায়িত্ব।

তবে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে বর্তমানে ৯ জন ডেঙ্গু পজিটিভ রোগী ভর্তি রয়েছেন।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে রেললাইন থেকে গৃহবধূর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে রেললাইনের পাশ থেকে এক গৃহবধূর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, সিলাকে তাঁর স্বামী হত্যা করেছে।

আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন সন্নিকট এলাকা থেকে গৃহবধূ সিলা খাতুনের মরহেদ উদ্ধার করা হয়।

নিহত সিলা খাতুন (২৪) সে জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রামের হার্ডওয়ার্ক ব্যবসায়ী রাসেল হোসেনের স্ত্রী ও একই উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের মেয়ে।

ঘটনার পর থেকে স্বামী রাসেল ও তার পরিবারের সদস্যরা পলাতক রয়েছে। তবে নিহত সিলার পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করেছেন রাসেল ও তার পরিবারের লোকজন ।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছয় বছর আগে রাসেল ও সিলার পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। তাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই রাসেল মাদক সেবন করতো। এনিয়ে সিলা প্রতিবাদ করলে তাকে মারধর করতেন। বিভিন্ন সময় পরিবারের কাছে টাকা দাবি করতেন। টাকা না দিলে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করতেন রাসেল। গতকাল রোববার দুপুরে ১৫০ টাকা চুরির অভিযোগ তুলে সিলাকে মারধর করে রাসেল। ওই দিন রাত ১২ টার সিলা নিখোঁজ বলে রাসেল তার শ্বশুর পরিবারকে ফোনে জানান। রাতভর সিলার পরিবারের লোকজন তাকে খোঁজাখুঁজি করে। পরে আজ সোমবার সকালে মুন্সিগঞ্জ এলাকার

রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন থেকে তার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহতের ভাই সাহেব আলী জানান, গতকাল রোববার দুপুরে সিলাকে মারপিট করে রাসেল। রাতে মোবাইলে জানান বোন বাড়ি থেকে চলে গেছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকালে মুন্সিগঞ্জ রেললাইনের পাশ থেকে বোনের রক্তাক্ত মরদেহ পাওয়া যায়।

তিনি আরও জানান, তার বোনকে রাসেল পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করে রেললাইনের পাশে ফেলে রেখে গেছে।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার পরিদর্শক (ওসি) জহির হোসেন বলেন, লাশের মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো অস্ত্রের কাটার চিহ্ন রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে এটি হত্যা। তদন্তের প্রয়োজনে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গার রায়সায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে গৃহবধূর আত্মহত্যা

আলমডাঙ্গার রায়সায় শিখা খাতুন (৩৫) নামের এক গৃহবধূর গলায় ফাঁস লাগানো লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মালয়েশিয়া প্রবাসী স্বামীর পরকীয়া নিয়ে দাম্পত্য কলহের জেরে এই গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ অভিযোগে থানায় অপমৃত্যু মামলা করেছে তাঁর পরিবার। শিখা খাতুন উপজেলার রায়সা গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী হারুনের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, শিখা খাতুনের সঙ্গে ১৩ বছর আগে খাসকররা ইউনিয়নের হারুন (৪০) সঙ্গে বিয়ে হয়। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। হারুন গত ৫ বছর আগে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমান। তিনি তার স্ত্রী শিখা খাতুনের বড় বোন ঘিন্না খাতুন (৩৮) সঙ্গে মোবাইলে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। গত ১ বছর আগে হারুন দেশে ছুটিতে আসেন। ওই সময় বিষয়টি জানতে পেরে শিখা খাতুন প্রতিবাদ করলে স্বামী হারুন

তাঁকে মারধর করেন।

এদিকে, গত কয়েকদিন আগে ঘিন্না খাতুন হারুনের সঙ্গে একাত্ম সময় কাটানো ছবি শিখার মোবাইলে পাঠায়। এনিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় । গতকাল শুক্রবার রাতে ছেলে হাবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমাতে যায় শিখা ।

আজ শনিবার ভোররাতে শিখা তার ছেলেকে বিছানায় রেখে ঘরের আড়ার সঙ্গে ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন।

নিহত শিখার আরেক বোন জবেদা খাতুন বলেন, শিখার স্বামীর সঙ্গে বড় বোন ঘিন্নার অবৈধ সম্পর্কের জেরে তাদের দাম্পত্য জিবনে কোলাহলের সৃষ্টি হয় । এ নিয়ে তার বোন মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আজ শনিবার রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশের সুরতহালও নেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার, স্বামী ও শশুর পুলিশ হেফাজতে

মেহেরপুরের গাংনীতে টুম্পা খাতুন(১৮) নামের এক নববধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এঘটনায় ওই গৃহবধূর পিতার আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বামী সাঈদ হোসেন (২৩) ও শশুর মিঠু হোসেনকে (৪৮) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

রবিবার (৭ এপ্রিল) সকাল ৯ টার দিকে ওই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়েছে।

শনিবার (৭ এপ্রিল) দিবাগত মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার ঢেপা স্কুলপাড়া এলাকায়। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, প্রায় ছয় মাস পূর্বে গাংনী উপজেলার ঢেপা গ্রামের সাঈদ হোসেনের সাথে মেহেরপুর সদর উপজেলার দফরপুর গ্রামের পিন্টুর মেয়ে টুম্পা খাতুনের বিয়ে হয়। সাঈদ পেশায় রাজমিস্ত্রী। বিয়ের পর তারা দুজনেই সংসার করে আসছিলেন।

সাঈদ হোসেনের খালা পারভীনা খাতুন বলেন, তারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিলো। গতকাল ঈদের বাজার করেছে। সারাদিন রোজা পালনের পর সন্ধ্যায় পিকনিক করেছে। আর মধ্যরাতে শুনছি গলাই দঁড়ি দিয়েছে। ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি ছিলো আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ওসি মো: তাজুল ইসলাম জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত হবে। এছাড়া গৃহবধূর স্বামী ও শশুরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর জানা যাবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা।

ঝিনাইদহে গৃহবধূ মঞ্জুরী’র মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে গৃহবধূ মঞ্জুরী অধিকারী’র মৃত্যুর সঠিক কারণ উদঘাটনের জন্য তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

বুধবার সকালে শহরের পোষ্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে মৃত গৃহবধুর স্বজন ও এলাকাবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মঞ্জুরীর পরিবারের সদস্যসহ প্রতিবেশীরা অংশ নেয়।

সেসময় বক্তব্য রাখেন, মঞ্জুরীর স্বজন শ্বাশতী অধিকারী, সাদ্দাম, সুনিল, আজিজুল রহমান, সাথী, বিথী, রোকেয়াসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, মঞ্জুরী অধিকারীকে তার স্বামী ইমন দাস নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে গলা টিপে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছে। তাই মৃত্যুর সঠিক কারণ বের করে

দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী জানান তারা।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চনপুর মধ্যপাড়ার একটি ভাড়া বাসা থেকে মুঞ্জরী রানীর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

দামুড়হুদার সুবুলপুরে গৃহবধূর আত্ম*হ*ত্যা

দামুড়হুদা উপজেলার সুবুলপুর গ্রামে এক গৃহবধূ গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন । গৃহবধূ চাঁদনি খাতুন (২১) মেহেরপুর জেলার মোনাখালি গ্রামের বাবর আলির মেয়ে। চাঁদনির বাবার দাবি তার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে।

আজ শনিবার রাত ১টার দিকে তার স্বামীর বাড়িতে গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করে। পরে খবর পেয়ে সকাল ৯ টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ গৃহবধুর লাশ উদ্ধার করেন।

জানাযায়, মেহেরপুর জেলার মোনাখালি গ্রামের বাবর আলির মেয়ে চাঁদনি খাতুনের সাথে প্রায় তিন বছর পৃর্বে দামুড়হুদা উপজেলার সুবুলপুর গ্রামের মোবারকের ছেলে আলামিনের সাথে বিবাহ হয়। পরে তার কোল জুড়ে একটি ফুটফুটে ছেলে সন্তান হয়। এই সন্তান হওয়ার পর থেকেই স্বামী শাশুর-শাশুড়ী সাথে মাঝে মাঝে কলহ্যর সৃষ্টি হয়। তারই জের ধরে স্বামীর নিজ ঘরে গলায় ওড়না পেচিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে বলে এলাকাবাসীর ধারণা। এদিকে মেয়ের পরিবারের ধারণা তার মেয়েকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

মেয়র বাবা বাবর আলি বলেন,আমার মেয়েকে এখানে বিয়ে দেওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না জোর করেই মেয়ে তারা নিয়েছে। আর বিয়ের পর থেকে জামায় শাশুর ও শাশুড়ীর সাথে ঝগড়া লেগেই থাকে। আমার মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। আমার মেয়েকে তারা হত্যা করেছে। এর সুষ্ঠু বিচার চাই।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি তদন্ত শেখ মহাবুবুর রহমান সতত্য নিশ্চিত করে বলেন, একজন গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে শুনার পর আমরা ঘটনাস্থান থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গায় সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পযন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না।

মেহেরপুরে গৃহবধূর লাশ উদ্ধার,পরিবারের দাবি হত্যা

মেহেরপুরে নাজমা খাতুন (৩৫) নামে এক গৃহবধূর রহস্য জনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে । তবে ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি স্বামীর পরকিয়া প্রেমের বাধা দেওয়ায় তাকে ফাঁসিতে ঝুঁলিয়ে আত্মাহত্যার নাম দেওয়া হচ্ছে। এঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী পলাতক হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৮ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের গুচ্ছগ্রামে নাজমা খাতুন তার শশুর বাড়িতে নিজ ঘরের ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় ঝুলে থাকতে দেখে তার শাশুড়ি এলাকাবাসীকে ডাক দেয়।

নাজমা খাতুন নাজির বকশোর মেয়ে। এবং তার স্বামী ফারুক আলী মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা ইউনিয়নের গুচ্ছগ্রাম রাজাপুরের লুৎফর আলীর ছেলে।

ঘটনা সূত্রে জানা গেছে, নাজমা খাতুন এর স্বামী ফারুক আলী সাথে দীর্ঘ দিন ধরে তার দন্ড চলছিল। এ দিকে এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানা গেছে তার স্বামী একই এলাকার এক নারীর সাথে সম্পর্ক করে। এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝামেলা চলে দীর্ঘ দিন ধরে।

ভুক্তভোগীর মা বলেন,আমরা জামাই আমার মেয়ে কে অনেক অত্যাচার করে এর আগে আমার মেয়ে কে মেরে হাত ভেঙ্গে দিয়েছিল। এবং আমার জামাই এর আগে পরকীয়া করতে গিয়ে ধরা খেয়েছে এই নিয়ে তাদের সংসার ঝামেলা চলে। আজ আমার জামাই আমার মেয়ে কে হত্যা করে পালিয়ে গেছে।

আলমডাঙ্গায় পেটে বাচ্চা নিয়ে ঝুঁলছিলো গৃহবধূ; মৃত্যু নিয়ে রহস্য

আলমডাঙ্গা উপজেলায় অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করেছে।

নিহত গৃহবধূর নাম সোনিয়া খাতুন (২৫)। সোনিয়া পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের টিটুর স্ত্রী ও উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের হাকিমপুর গ্রামের ইমান আলীর মেয়ে।

এলাকাবাসী জানায়, পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের হবি উদ্দিনের ছেলে টিটুর সাথে দুই বছর আগে বিয়ে হয় সোনিয়ার । বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন সোনিয়াকে মানসিক ভাবে নির্যাতন করে আসছিল। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৫ টায় টিটু স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে মুরগী খামারে পানি দিতে যায়। দরজা বন্ধ দেখে টিটু তার স্ত্রীকে ডাকতে থাকে। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় ঘরে প্রবেশ করে শোবার ঘরের (আড়া) সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়।

নিহতের স্বামী টিটু বলেন, সকালে মুরগী খামারে পানি দিতে যায়। ফিরে ঘর বন্ধ দেখতে পায়। প্রতিবেশীদের সহযোগীতায় ঘরের দরজা ভেঙে সোনিয়ার ফাঁসিতে ঝুলতে দেখি। তার স্ত্রী ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

নিহত সোনিয়ার পিতা অভিযোগ করে বলেন, বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে মানসিক ভাবে নির্যাতন করতো। এটি আত্মহত্যা নয়, পরিকল্পিক হত্যা।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার নাথ জানান, এরশাদপুর গ্রামে এক গৃহবধু ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে এমন সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যাই এবং লাশ উদ্ধার করি। এটি হত্যা

না আত্নহত্যা তা ময়না তদন্তের পর জানা যাবে।

কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের বাউন্ডারি রেলিং থেকে গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার

কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের বাউন্ডারি রেলিং থেকে গলায় রশি দেয়া গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন যশোর জিআরপি পুলিশ। শনিবার সকালে এ লাশ উদ্ধার করেন তারা।

মৃত রেহেনা খাতুনের মা রেবেকা খাতুন বলেন,শুক্রবার রাতে জামাই ফোন করে জিজ্ঞাসা করছিল,রেহেনা আমাদের বাড়িতে গেছে কিনা। রাত থেকে তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর থেকে আমাদের প্রতিটি আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় খোঁজ করি। শনিবার সকালে জামাই আবার ফোন করে। বলে রেহেনাকে পাওয়া গেছে। ভাল আছে তাড়াতাড়ি চলে আসেন। এরপর এসে দেখতে পায় আমার মেয়ের লাশ রেলের রেলিং ঝুলছে।

তিনি বলেন, গেল ২০ বছর আগে রেহেনাকে কোটচাঁদপুরের রুদ্রপুর গ্রামের বিশারত আলীর সঙ্গে বিয়ে দিই। সংসারে তাদের ২ টি ছেলে মেয়েও আছে।

জানা যায়,মৃত রেহেনা খাতুন (৩০)। সে কোটচাঁদপুর পৌরসভাধীন রুদ্রপুর গ্রামের বিশারত আলী স্ত্রী। তবে আত্মহত্যার প্রকৃত কারন এখনও জানা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়রা বলছেন,পারিবারিক কলহ থেকে এ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে পারে।

যশোর জি আর পি পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক( এসআই) অসিম কুমার দাস বলেন,লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করে ময়না তদন্তের জন্য যশোর নেয়া হবে। এরপর ময়না তদন্ত শেষে লাশটি,তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। প্রাথমিক তদন্তে কি পেলেন, এ প্রশ্নে তিনি বলেন, প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে, সে আত্মহত্যা করেছেন। তবে ময়না তদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর বল সম্ভব হবে, প্রকৃত ঘটনা কি।